কর্তব্য বনাম ঈশ্বরভক্তি

(Duty Vs. Devotion)

লূক লিখিত সুসমাচার ১০ অধ্যায় ৩৮-৪২ পদ

যদি এমন প্রশ্ন করা হয়, *"আজ আপনি কেন মণ্ডলীতে এসেছেন?"* আপনি কী উত্তর দেবেন? আপনি কি কর্তব্য পালন করতে কিংবা বাধ্যবাধকতার কারণে এখানে এসেছেন? না কি, প্রভুর প্রতি আপনার ভালোবাসা ও ঈশ্বরভক্তির কারণে এসেছেন? গতানুগতিকতা বা অভ্যাস থেকে কি প্রভুর সেবা বা আরাধনা করা যায়?

লূক ১০:২৫ পদে, আমরা একজন ইহুদি ধর্মীয় নেতাকে দেখতে পাই, যে যীশুকে পরীক্ষা করে এমন প্রশ্ন করেছিল, ***"হে গুরু, কী করলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হব?"*** ব্যবস্থাবেত্তার এই প্রশ্নের উত্তরে যীশু তাকে বলেছিলেন, ***"তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত চিত্ত দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে; এবং তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতো প্রেম করবে"*** (লূক ১০:২৭)। যীশুর কাছ থেকে এমন উত্তর পেয়ে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সেই ব্যবস্থাবেত্তা যীশুকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করে, ***"ভালো, আমার প্রতিবেশি কে?"*** তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে, লূক ১০:২৮-৩৭ পদে, যীশু তাকে '**দয়ালু শমরীয়ের**' দৃষ্টান্ত শোনান। কিন্তু ঈশ্বরকে সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত চিত্ত দিয়ে প্রেম করার অর্থ কী? লূক ১০:৩৮-৪২ পদে, যীশুর প্রতি দুই বোনের আচরণ, তথা তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে, আমরা ঈশ্বরকে কীভাবে প্রেম করব, তা যীশু আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

ঘটনাটি বৈথনিয়া *(Bethany)* নামক গ্রামে ঘটেছিল, যার অবস্থান ছিল জেরুশালেম শহরের ঠিক বাইরে। লূক লিখিত সুসমাচারের এই অংশ এবং যোহন ১১ ও ১২ অধ্যায় পাঠ করে, আমরা উপলব্ধি করি যে, ঐ গ্রামের একটি পরিবারে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা জেরুশালেম যাবার পথে প্রায়ই রাত্রি যাপন করতেন। ঐ পরিবারে মার্থা নামে এক স্ত্রীলোক, তার বোন মরিয়ম ও ভাই লাসারের সঙ্গে বাস করত। জনতার ভীড় এড়িয়ে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা বিশ্রামের জন্য যখন এদের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করলেন (৩৮), তখন দুই বোনের উভয়েই যীশুকে দেখে আনন্দিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের সেই আনন্দের বাহ্যিক প্রকাশ ছিল ভিন্ন। ৩৮ ও ৩৯ পদে বলা হয়েছে, যখন ***"মার্থা নামে একটি স্ত্রীলোক নিজের ঘরে তাঁর আতিথ্য করল, তখন মরিয়ম নামে তাঁর একটি বোন ছিল, সে প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনতে লাগল।"***

এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আছে: অনেকে সর্বদা কাজ করতে ভালোবাসে, কাজ না করে তারা এক মুহূর্তও থাকতে পারে না; আবার অন্যরা চিন্তা করতে ভালোবাসে, তারা বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করে সময় কাটায়। এখানে, আমরা মার্থাকে যখন একজন **সক্রীয় রমণী** হিসাবে দেখতে পাচ্ছি, তখন মরিয়মকে একজন **চিন্তাশীল রমণী** হিসাবে। এখন, অনেক সময় এই অংশ পাঠ করার পর, এমন কথা বলা হয়ে থাকে: প্রত্যেক খ্রীস্টবিশ্বাসীর উচিৎ, হয় **মার্থার ন্যায় একনিষ্ঠ কর্মী হওয়া,** নয় **মরিয়মের ন্যায় আরাধনাকারী হওয়া**। অথবা, দুইয়ের মধ্যে একটিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি, অন্যটিকে অবজ্ঞা করি। কিন্তু তার দ্বারা আমরা এই ঘটনার দ্বারা যীশু যে বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তা সহজেই হারিয়ে ফেলি। কারণ, এই ঘটনার দ্বারা প্রভু আমাদের যে শিক্ষা দিতে চান, তা হল, বিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকে যেমন **মরিয়মের ন্যায় ঈশ্বর-আরাধনায় সময় দেব,** ঠিক তেমনই **মার্থার ন্যায় অতিথি সেবায়ও অংশ নেব,** কিন্তু **তা করতে হবে সঠিক মনোভাবে** এবং **ভারসাম্য বজায় রেখে**।

মরিয়মের বিষয় বলা হয়েছে, সে যীশুর পায়ের কাছে বসে কেবল তাঁর কথা শুনতে লাগল, অন্য কোনও কাজে তার মন নেই। কিন্তু বড়ো বোন, মার্থা তাদের বাড়ীতে আগত অতিথিদের সেবাকাজে, তথা তাদের খাবার প্রস্তুত করতে বেশি ব্যস্ত ছিল (৪০)। অর্থাৎ, আমরা মার্থাকে একজন উত্তম অতিথিসেবক হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। যীশু ও তাঁর শিষ্যদের নিজের ঘরে আসতে দেখে, মার্থা হয়ত মনে মনে ভেবেছিল,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

''প্রভু ও তাঁর শিষ্যদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করার এ এক সুবর্ণ সুযোগ।'' অন্যদিকে, মরিয়ম ভেবেছিল, **''যীশুর পায়ের কাছে বসে, যীশুর কথা শোনার এ এক অপূর্ব সুযোগ।''** তাদের কেউ কি কোনও ভুল চিন্তা করেছিল? **না, দায়িত্বপালন ও ঈশ্বরভক্তি দুইয়েরই প্রয়োজন আছে,** কিন্তু **সঠিক মনোভাবে তা সাধন করতে হবে।**

আমাদের সমস্ত কাজ ও সম্পর্কের একটি প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দু বা উদ্দেশ্য থাকে। কারণ তার দ্বারা সেই কাজ বা সর্ম্পকের সাফল্য নির্ধারিত হয়। আমরা যখন আমাদের কাজ বা সম্পর্কের সেই প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দু বা উদ্দেশ্যকে হারিয়ে ফেলি, তখন সেই কাজ বা সম্পর্ক কখনও সফল হতে পারে না। মার্থার আচরণ থেকে আজ আমরা যে বিষয় শিখতে চলেছি, তা হল, আমরা যখন আমাদের কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু বা উদ্দেশ্যকে ভুলে যাই, তখন আমাদের কী কী খেসারত দিতে হয়।

১। কেন্দ্রবিন্দু বা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা মার্থাকে <u>নিজের প্রতি সমব্যথী</u> *(Self-pity)* **<u>করেছিল</u>।** আমাদের মধ্যে যারা মা আছেন, তারা খুব ভালো করেই জানেন, আপনাদের ঘরে যখন কোনও অতিথি হঠাৎ এসে উপস্থিত হন, তখন আপনাদের কী দুর্ভোগ হয়? ৪০ পদের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, ***"কিন্তু মার্থা পরিচর্যা বিষয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত ছিল।"*** মার্থার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে ইংরাজীতে *cumbered (ভারগ্রস্ত) about much serving (KJV)* এবং *distracted (বিভ্রান্ত) by all the preparation (NIV)* -এর কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ, যীশু ও তাঁর শিষ্যদের পরিচর্যা করার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য খুবই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক কথা; কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে বা তার জন্য প্রস্তুতি নিতে গিয়ে মার্থা তার কাজের কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরে গেছে, যার ফলে সেই কাজ তার কাছে বোঝা, দায় বা ঝঞ্ঝাট বলে মনে হচ্ছে। ধরা যেতে পারে, মার্থাও যীশুর কথা শুনতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু পরিচর্যা বা কাজের প্রতি তার ''কতর্ব্য বোধ'' তাকে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে বাধা দিয়েছে। খাদ্য-প্রস্তুতির অস্থিরতা মার্থার পরিচর্যা কাজের আনন্দকে ঢেকে দিয়েছে। অবশ্যই, গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের দায়িত্বসকল পালন করতে হবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা আমাদের গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করব। এখানে, মার্থার কাজের মধ্যে কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু সেই কাজ করার **মনোভাবের** মধ্যে আছে সমস্যা। একই সমস্যা আমরা অপব্যয়ী পুত্রদ্বয়ের দৃষ্টান্তে জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যে দেখতে পাই (লূক ১৫:২৯-৩০)।

আমার এই কথা শুনে, আমাদের মণ্ডলীতে যারা কোনও কাজে হাত লাগান না, তারা হয়ত ''আমেন'' বলবেন। কিন্তু এখানে আমাদের যে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে, তা হল, মার্থা বা মরিয়মের কেউই কিন্তু কেবল হাত গুটিয়ে বসে ছিল না; খাদ্য-প্রস্তুত করা হোক বা যীশুর কথা শোনা হোক, তারা তাদের কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তা হল, তাদের একজন কর্তব্যবোধ থেকে সেবা করেছিল, কিন্তু অন্যজন গভীর ঈশ্বরভক্তি থেকে সেবা করেছিল।

২। কেন্দ্রবিন্দু বা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা মার্থাকে <u>অন্যদের প্রতি রুষ্ট করেছিল</u>। আমাদের পৃথিবী বিভিন্ন ঝঞ্ঝাটে পরিপূর্ণ। তাদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, আমরা তত বেশি মূল বিষয় থেকে দূরে সরে যাই, এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে নজর দিই।

মার্থা অবশ্যই যীশুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে চেয়েছিল। সে তার সেবাকাজ সঠিক মনোভাবের সঙ্গে শুরুও করেছিল। আমাদের মধ্যে যারা মেয়েরা আছেন, তারা আমার কথার অর্থ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন। আপনারা অতি উৎসাহের সঙ্গে বড়দিন বা ছেলের জন্মদিনে অতিথিদের আপ্যায়ন করার কাজ শুরু করেন; কিন্তু যখন দেখেন যে, আর বেশি সময় নেই, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সেই সমস্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা খুব কঠিন, তখন আপনারা কী করেন? তখন আপনারা রেগে যান। নিজের প্রতি রেগে যান বা অন্যের প্রতি রেগে যান, যে হয়ত আপনার লক্ষ্য অর্জনের সাহায্য করতে পারত, কিন্তু সাহায্য করেনি। মার্থার ঠিক তাই হয়েছে, মার্থা মরিয়মের প্রতি রেগে গেছে।

৩। কেন্দ্রবিন্দু বা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা মার্থাকে <u>অন্যদের দোষ দেখিয়ে দিয়েছিল</u>। ৪০ পদের দ্বিতীয় অংশে, মার্থা তার সেই রাগকে আর চেপে রাখতে না পেরে, যীশুর কাছে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, ***"প্রভু, আপনি***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কি কিছু মনে করছেন না, আমার বোন পরিচর্যার ভার একা আমার উপর ফেলে রেখেছে?''

মার্থা এখানে মরিয়মের উপর এত রেগে গেছে যে, তার নাম পর্যন্ত সে উল্লেখ করেনি, পরিবর্তে *''আমার বোন''* বলেছে। ধরা যেতে পারে, মার্থা বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গির দ্বারা মরিয়মকে তার কাজে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু মরিয়ম তাতে সাড়া দেয়নি। এইভাবে, মার্থা যখন মরিয়মের আকর্ষণ লাভে ব্যর্থ হয়েছে, তখন সে এতক্ষণ তার যে মনোভাবকে লুকিয়ে রেখেছিল, তা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে।

এখন, মার্থার এই ক্রোধ বহন করতে মরিয়ম রাজি ছিল, কারণ সেই মুহূর্তে তার কাছে যীশুর কথা শোনা ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেউ জোর করে আমাদের মনে ঈশ্বরভক্তি উৎপন্ন করতে পারে না, তা কেবল স্বেচ্ছায় সাধিত হয়।

৪। কেন্দ্রবিন্দু বা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা মার্থার মনে যীশুর প্রতিও ক্রোধ উৎপন্ন করেছে। বিভিন্ন ইঙ্গিতের মাধ্যমে মরিয়মের আকর্ষণ লাভে ব্যর্থ হয়ে, মার্থা সরাসরি যীশুর কাছে তার আর্জি পেশ করেছে। যীশুর প্রতি মার্থার কথার মধ্যে যথেষ্ট দোষারোপ জড়িত আছে, *"প্রভু আপনি কি কিছু মনে করছেন না?''* অর্থাৎ, মার্থা মরিয়মের উপর রেগে গেছে, কারণ তার চিন্তায় সে স্বার্থপরের কাজ করছে। আর সে যীশুর উপরও রেগে গেছে, কারণ যীশু মরিয়মকে সেই কাজে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। মার্থার কথার মধ্যে এটা পরিষ্কার যে, সে চাইছে যীশু যেন মার্থাকে সাহায্য করার জন্য মরিয়মকে আদেশ করেন। কিন্তু যীশু তা করেননি, যার অর্থ **মার্থার প্রতি যীশুর কোনও চিন্তাই নেই**। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, মার্থা তার কথার দ্বারা কেবল বোন মরিয়মকে নয়, কিন্তু যার জন্য এত প্রস্তুতি, সেই যীশুকেই সে তিরস্কার করছে। যখন আমরা আমাদের কাজের ভারে এতখানি নুইয়ে পড়ি যে, অন্যদের সমালোচনা করতে ও নিজের প্রতি সমব্যথী হতে বাধ্য হই, তখন আমাদের প্রয়োজন আমাদের জীবন তথা কাজের মূল্যায়ন করা, ''**আমরা কেন তা করছি, কার জন্য করছি?**''

আমরাও অনেক সময় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, আমাদের প্রতি যত্ন না নেবার দোষ দিয়ে থাকি। কারণ, আমরা আমাদের জীবনে **তাঁর ইচ্ছার পূর্ণতা নয়**, কিন্তু **আমাদের পূর্বপরিকল্পিত ইচ্ছার পূর্ণতা কামনা করে থাকি**। আরও একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, অন্যরা কী করছে, সে বিষয়ে মার্থা খুব বেশি আগ্রহী। যোহন ২১:২১ পদে, যোহন সম্বন্ধে পিতর যীশুকে প্রশ্ন করেছিল, *"প্রভু এর কী হবে?''* যীশুর উত্তর হল, *"আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমার কী? তুমি আমার পেছনে এস''* (২২ পদ)। অর্থাৎ, যোহনের কী হবে, সে বিষয় পিতরকে চিন্তা করতে হবে না, সে তার নিজের কাজে মন দিক। এখানেও, যীশু মার্থার কথা মতো কাজ না করে, সেই একই কথা বলেছেন। আমরা সবাই মার্থার মতো চাই, যেন অন্য সবাই আমাদের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে প্রভুর সেবা করে।

৫। কেন্দ্রবিন্দু বা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায়, আমরা কেন সেই কাজ করছি, তা স্মরণ করা। ৪১ ও ৪২ পদে আমরা মার্থার প্রতি যীশুর উত্তর দেখতে পাই। যীশু খুব কোমলভাবে তাকে উত্তর দিয়েছেন। যীশু ও তার শিষ্যদের জন্য খাদ্য-প্রস্তুত করার কারণে, তিনি মার্থাকে তিরস্কার করেননি। না, সেই কাজের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু মার্থার যে সমস্যার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তা হল, মার্থা, *"অনেক বিষয় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আছে,''* সে কেবল তার কাজকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, এবং অন্যদের কাজকে অবহেলা করছে। তাই, মরিয়মের কাজকেও গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে যীশু মার্থাকে শিক্ষা দিয়েছেন, *"কিন্তু অল্প কয়েকটি বিষয়, বরং একটি মাত্র বিষয় আবশ্যক; বাস্তবিক মরিয়ম সেই উত্তম অংশটি মনোনীত করেছে, যা তার কাছ থেকে নেওয়া যাবে না।''* আজকের দিনেও, আমরা অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দিই যে, মূল-প্রয়োজনীয় বিষয়কে আমাদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখি। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, আমরা মার্থার মতো আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও মূল্যবোধকে অন্যদের উপর চাপাতে চাই। যীশু কিন্তু মার্থাকে এমন কথা বলেননি, যে সে সমস্ত সেবা কাজ ফেলে রেখে মরিয়মের ন্যায় যীশুর কথা শোনে। মার্থার **কাজ** নয়, কিন্তু সেই **কাজের মনোভাবের** সংশোধন প্রয়োজন ছিল।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মার্থা তার ভার লাঘব করতে যীশুর কাছে এসেছিল। যীশু যদিও মার্থার ভার লাঘব করেছিলেন, কিন্তু মার্থা যা আশা করেছিল, তা পূর্ণ করে নয়। মরিয়মকে সাহায্য করতে বলে, যীশু মার্থার ভার লাঘব করেননি; কিন্তু যীশু মার্থাকে "**নিজের কাজকে নতুন দৃষ্টিকোন থেকে দেখার চোখ দিয়েছিলেন**"। আমরা কেন কোনও কাজ করছি, তা যদি ভুলে যাই, তাহলে সবই উল্টে যেতে বাধ্য। "**ঈশ্বরের সেবা করতে গিয়ে, আমরা যদি ঈশ্বরকেই ভুলে যাই, তাহলে আমরা ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে বাধ্য হব।**" কিন্তু সঠিক মনোভাবের সঙ্গে কাজ করলে ঈশ্বরের শক্তিতে আমরা আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে পারি। আমরা যদি নিরবে, নিভৃতে প্রভুর সঙ্গে সময় না কাটাই, তাহলে সহজেই মার্থার ন্যায় ব্যস্ততা প্রভুর আশীর্বাদ থেকে আমাদের দূরবর্তী করবে। প্রয়োজন কর্তব্য ও ঈশ্বর ভক্তির মধ্যে সুসম্বয় ও ভারসাম্য রক্ষা।

শাস্ত্র থেকে আমরা দেখতে পাই, যীশুর এই শিক্ষা মার্থা ও মরিয়ম সঠিক অর্থে গ্রহণ করেছিল। তাই, যোহন ১১:২৭ পদে আমরা দেখতে পাই, মার্থা কেবল পরিচর্যা কাজেই ব্যস্ত ছিল না, পরিবর্তে, নতুন নিয়মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বীকারোক্তি করে বলেছে, *"আপনিই সেই খ্রীস্ট, ঈশ্বরের পুত্র।"* অন্যদিকে, মরিয়মও কেবল যীশুর কথা শুনে জীবন কাটায়নি, পরিবর্তে, বহুমূল্য তেল দিয়ে যীশুর পা মুছিয়ে দিয়েছে, যে কাজ সম্বন্ধে যীশু নিজে বলেছেন, *"সমস্ত জগতে যেখানে সুসমাচার প্রচারিত হবে, সেখানে এর এই কাজের কথাও এর স্মরণার্থে বলা যাবে"* (মথি ২৬:১৩)। আজ আমরা কী করছি? কেবল আমার পছন্দের কাজ করছি, না কি, আমাদের জন্য ঈশ্বরের পছন্দের কাজ করছি? সেই কাজ কেন করছি, তা কি আমরা জানি? আসুন, সঠিক মনোভাবে, আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করি। ঈশ্বরভক্তিতে ঈশ্বরের সেবা করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com